মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজে ২০২৫ সালের এইচ.এস.সি পরীক্ষার্থীদের বিদায় সংবর্ধনা ও দোয়া অনুষ্ঠিত

গত ৩০ মে ২০২৫, বৃহস্পতিবার বিকেলে মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয় কলেজের কলেজ ক্যাম্পাসের অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল ২০২৫ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের বিদায় সংবর্ধনা ও দোয়ার অনুষ্ঠান। প্রতি বছর ঢাকার মিরপুরে অবস্থিত ঐতিহ্যবাহী এ প্রতিষ্ঠানটি এরকম অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে, এবারও এর ব্যতিক্রম হয়নি। অনুষ্ঠান শুরুর পূর্বেই কলেজ ক্যাম্পাসের অডিটোরিয়াম শিক্ষার্থীদের উপস্থিতিতে কানায় কানায় ভরে যায়। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও অত্র প্রতিষ্ঠানের এডহক কমিটির সম্মানীত সভাপতি অধ্যাপক তাহমিনা আখতার। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের বর্তমান চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. খন্দোকার এহসানুল কবির। এছাড়া প্রতিষ্ঠানটির বর্তমান এডহক কমিটির অভিভাবক প্রতিনিধি জনাব, মো: শাকিল মোল্লা। এছাড়াও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ডের উপ পরিচালক মো: নূরুল আলম এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ডের উপ সচিব মো: ইমদাদ জাহিদ।

পবিত্র ধর্মগ্রন্থ আল কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। এরপর সমবেত কণ্ঠে জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশিত হয়। একাদশ শ্রেণির একজন শিক্ষার্থী বিদায়ী শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি পাঠ করে শোনান। অনুষ্ঠানের আলোচনা পর্বে অধ্যাপক তাহমিনা আখতার তাঁর সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বলেন, তোমরাই হচ্ছো জি জেনারেশন, আগামী সম্ভাবনাময় বাংলাদেশ গড়ার শক্তি। বর্তমানে আমরা কঠিন সময় পার করছি, তারপরও আমরা আশাবাদী কেননা তোমরাই ঘটিয়েছ জুলাই বিপ্লব। তাই তোমাদের কাছে আমাদের অনেক প্রত্যাশা। এমন জ্ঞান অর্জন করতে হবে তোমাদের, যাতে তোমরা বিশ্বে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারো। তোমাদের উদ্যোক্তা হয়ে চাকুরি দিতে হবে। তাই পড়ালেখায় ডুবে থাকতে হবে। কঠিন পরিশ্রম করলে সফলতা আসবেই। এছাড়াও তিনি ঢাকা শিক্ষাবোর্ডের চেয়ারম্যানের কাছে এই প্রতিষ্ঠানটির অতিসত্বর স্বীকৃতি দেবার ব্যবস্থা করার দাবি জানান। কেননা গত ১৫ বছর যাবৎ এখানে কেবল পাঠদানের অনুমতি ছিল, প্রতিবছর এত ভালো ফলাফল করার পরেও বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটির স্বীকৃতি নেই। এর জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তিনি অনুরোধ করেন। আর বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠানটির পরীক্ষার কেন্দ্র ভাষাণটেকে পড়েছে, যা অনেক দূরে তাই আগামী বছর এই কলেজের আশেপাশে কোথাও এই প্রতিষ্ঠানের কেন্দ্র দেয়ার জোর দাবি জানান। এছাড়াও সভাপতি মহোদয় এই প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় সমস্যা সমাধানের জন্য ঢাকা শিক্ষাবোর্ডের চেয়ারম্যান মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, প্রয়োজনে একজন ভালো প্রিন্সিপ্যাল কীভাবে এনে দেয়া যায় তার ব্যবস্থা করার জন্য বলেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের বর্তমান চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. খন্দোকার এহসানুল কবির শিক্ষার্থীদের বিগত বছরগুলোর পরীক্ষা পদ্ধতি ও উত্তর মূল্যায়ন পদ্ধতি নিয়ে সতর্ক করে দেন। কেননা বিগত বছরগুলোতে কেন্দ্রে পরীক্ষা নেয়া ও খাতা মূল্যায়নের ক্ষেত্রে উচ্চ মহলের নির্দেশনায় অনেকটা শিথিলতা দেখানো হয়েছিল, যাতে মেধার যথাযথ মূল্যায়ন হয়নি। তবে এই বছর থেকে যথার্থ মেধাবীরা তার প্রাপ্য ফলাফল যাতে পায় তার ব্যবস্থা করা হবে, তাই সবাইকে পড়ালেখার মাধ্যমে প্রস্তুতি নিয়ে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করার জন্য বলেন। আর বিগত বছরগুলোতে যেভাবে প্রশ্ন ফাঁসের কথা শোনা যেত, তা এবার এস.এস.সি পরীক্ষার সময় হয়নি, সুতরাং এইচ.এস.সি পরীক্ষার সময়েও প্রশ্ন ফাঁসের মতো কোনো ঘটনা ঘটবেনা বলে তিনি আশাবাদী। তাই খাতাতে লিখার দায়িত্ব শিক্ষার্থীদের এবং মেধার মূল্যায়ন করার দায়িত্ব বোর্ডের কাজ বলেও তিনি উপস্থিত শিক্ষার্থীদের মনে করিয়ে দেন।

বিশেষ অতিথিদের মধ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ডের উপ সচিব মো: ইমদাদ জাহিদ বক্তব্য রাখেন। তিনি শিক্ষার্থীদের এই পরীক্ষার সময় স্বাস্থ্য সচেতনতার দিকে জোর দিতে বলেন, কেননা এই সময় কেন্দ্রের খোলা পানি খেয়ে এবং বাইরের খাবার খেয়ে অনেকেই অসুস্থ্য হয়ে পড়ে, তাই তিনি বাসা থেকে মিনারেল ওয়াটার বা বোতলজাত পানি সঙ্গে রাখার পরামর্শ দেন। অভিভাবক প্রতিনিধি জনাব মো: শাকিল মোল্লা তাঁর সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে শিক্ষার্থীদের কাছে ভালো

ফলাফলের জন্য এখন থেকেই পড়ালেখা শুরু করার ব্যাপারে গুরুত্ব আরোপ করেন। প্রভাষকদের মধ্যে প্রথমে বক্তব্য রাখেন পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের প্রভাষক জনাব হারুন আল রশিদ। শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার বিষয়ে দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্য রাখেন। এরপর ইংরেজী বিভাগের বিভাগীয় প্রধান জনাব মুস্তাফিজুল ইসলাম তাঁর বক্তব্যে প্রতিষ্ঠানটির ২০১২ সাল থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত এ প্রতিষ্ঠানের গৌরবোজ্জ্বল ঈর্ষণীয় ফলাফল ও পাশের হার তুলে ধরে বলেন, ধারাবাহিকভাবে ভালো ফলাফল করেও প্রতিষ্ঠানটি এখনও স্বীকৃতি প্রাপ্ত নয়। এছাড়াও তিনি শিক্ষার্থীদের বক্তব্যের প্রেক্ষিতে বলেন, শিক্ষকরা কখনও শিক্ষার্থীদের ওপর রাগ ধরে রাখে না। কারণ বাবা মা সন্তানকে তাদের ভুলের জন্য আগেই ক্ষমা করে দেয়। অনুষ্ঠানের একপর্যায়ে একাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীরা বিদায়ী শিক্ষার্থীদের ফুল দিয়ে বিদায়-অভ্যর্থনা জানায়। এরপর উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের সাফল্য কামনায় দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।